MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র।
ফেব্রুয়ারি ২০২১
দাম : দশ টাকা

শ্রমিক শোষণকারী মালিক সম্পদের পাহাড়ের চূড়ায় আর

সম্পদ সৃষ্টিকারী শ্রমিকশ্রেণি খাদের তলানীতে

এ অবস্থা পরিবর্তনে চাই ঐক্যবদ্ধ লড়াই : শ্রমিক ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নেতৃবৃন্দ

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের ৩৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১৮ জানুয়ারি সেগুনবাগিচাস্থ স্বাধীনতা হলে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড রাজেকুজ্জামান রতনের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সভাপতি সাইফুজ্জামান বাদশা, ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের চৌধুরী আশিকুল আলম, শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ওসমান আলী, কোষাধ্যক্ষ জুলফিকার আলী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবু নাঈম খান বিপ্লব, সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক সেলিম মাহমুদ ও সদস্য রতন মিয়া, সভা পরিচালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান লিপন।

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, এ বছর স্বাধীনতার ৫০ বছর, অর্থাৎ সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হতে চলছে। ৩০ লাখ শহিদের জীবনের বিনিময় ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছে। যুদ্ধে জীবন দিয়েছে শ্রমিক-কৃষক, যুবক-ছাত্রসহ আপামর সাধারণ নাগরিক। স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের সবার প্রত্যাশা একরকম ছিল না। জনগণ চেয়েছিল সার্বিক মুক্তি আর উঠতি বুর্জোয়ারা চেয়েছিল তাদের পুঁজির স্বাধীন বিকাশ ভূমি। এ জন্য জনগণ দেশ স্বাধীন করেছে। বুর্জোয়া ক্ষমতায় অসীন হওয়ার কারণে শ্রমিকের মুক্তি অর্জিত হয়নি। জনগণের সাম্যের বদলে পুঁজিপতি শ্রেণির বিকাশের ও সম্পদ লুটপাটের পথ তারা অবাধ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। যার কারণে স্বাধীনতার ৫০ পর দেশের হাল দাঁড়িয়েছে একদল লুটপাটকারী এখন অবস্থান করছে সম্পদের পাহাড়ের চূড়ায় আর সম্পদ সৃষ্টিকারী মেহনতী শ্রমিকশ্রেণির অর্থনৈতিক ও জীবনযাত্রার মান নামতে নামতে এখন তাদের অবস্থান খাদের তলানীতে। এ ব্যবস্থা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এর পরিবর্তনে চাই শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যবদ্ধ ধারাবাহিক লড়াই।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণি কঠিন সময় অতিক্রম করছে। একদিকে পুঁজিবাদী শোষণ অন্যদিকে করোনা মহামারির আক্রমণ তাদের জীবনের যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। করোনায় শ্রমিক হারিয়েছে কাজ, যাদের কাজ আছে তাদের মজুরি কমিয়ে দিয়েছে। শ্রমিকের শ্রমের দাম কমলেও খাদ্য, ওষুধ, চিকিৎসার খরচসহ শ্রমিক যা ব্যবহার করে সব কিছুর দাম বেড়েছে। তাই দেখাযায় করোনাকালে দেশে কোটিপতির সংখ্যা বাড়ছে। মালিকদের প্রতি সরকারের সহায়তা, প্রণোদনা ও সুবিধা সবই বেড়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, করোনায় যেমন শ্রমিক বিনাচিকিৎসায় মরছে আবার কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা হীনতার কারণেও শ্রমিক মরছে। তাদের ক্ষতিপূরণ নামেমাত্র। আহতের যথাযথ চিকিৎসা, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেই।

গার্মেন্টস, চা, রি-রোলিং, তাঁত, পাটকল, পরিবহণ, হকার, রিকশা, দোকান কর্মচারীসহ বাংলাদেশের সকল সেক্টরের শ্রমিকদের মজুরি পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে কম। অথচ এই দেশে মালিকদের বাড়ি-গাড়ি, ব্যাংকের টাকা, বিদেশে টাকা পাচার সবই বাড়ছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, দেশের মাত্র ৪ শতাংশ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যুক্ত। অসংগঠিত শ্রমিক অসহায়। তাই ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও গণতান্ত্রিক শ্রম আইনের জন্য শ্রমিকরা আন্দোলন করছে দীর্ঘদিন থেকে। ২০০৬ সালে প্রবর্তিত এবং ২০১৩ ও ২০১৮ সালে সংশোধিত শ্রম আইনের ১৭৯ ও ১৮০ ধারার মাধ্যমে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার সংকুচিত করা হয়েছে। আইনের অগণতান্ত্রিক ২৩ ও ২৬ ধারার বলে মালিকের হাতে শ্রমিক ছাঁটাই করার অসীম ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। যারা অসংগঠিত খাতে কাজ করে যেমন : হালকা যানবাহন, রিকশা, ব্যাটারি চালিত রিকশা, ইজিবাইক, পরিবহন, মোটর মেকানিক, তাঁত, বিড়ি, জরি, পাদুকা, হকার, দিনমজুর তাদের অবস্থা আরও ভয়াবহ। তাদের জন্য শ্রম আইনে সুরক্ষা বলতে কিছু নেই। পাটকল চিনিকলসহ রাষ্ট্রীয় কারখানা বন্ধ করে দিয়ে হাজার হাজার শ্রমিককে পথে বসিয়েছে। আউট সোর্সিং চালু করে শ্রমিকদের চাকরির অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। পুনর্বাসন ছাড়া হকার, রিকশা উচ্ছেদ চলছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ন্যায্য মজুরি ও মর্যাদা পাওয়ার দাবি মালিকরা মেনে নেবে না। বরং দাবি আদায়ে শ্রমিক আন্দোলনের মাঠে নামলে সরকার পুলিশ-মাস্তান দিয়ে তাদের দমন করার চেষ্টা চালায়। শ্রমিক যাতে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে সে কারণে আইন তৈরি করে। এ চক্র ভাঙার লড়াই শক্তিশালী করতে হবে। মজুরির সাথে আবাসন, রেশন, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ লড়াই শক্তিশালী করতে শ্রমিক আন্দোলনে বিপ্লবী ধারা সৃষ্টির প্রতিজ্ঞা নিয়ে শ্রমিক ফ্রন্ট আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত শ্রমিকদের প্রতিটি সমস্যায় শ্রমিক ফ্রন্ট তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করছে, জীবন দিয়েছে, নির্যাতন ভোগ করেছে। শ্রমিকদের উপর জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সমস্ত ধরণের শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছে। তাদের অধিকার সচেতন করার চেষ্টা করছে।

নেতৃবৃন্দ শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন, ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের আন্দোলনকে পুঁজিবাদী সমাজ পাল্টানোর আন্দোলনে পরিণত করার জন্য সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।